রেল অবরোধের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রেলের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হতে চলেছে ঃ ডিআরএম

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ঝাড়খণ্ড রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ বিল বাতিলের দাবিতে আদিবাসীদের রেল অবরোধের জেরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে অবরোধে নেতৃত্ব দানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছে রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আদ্রা ডিভিশনের দাবি, সেদিনের রেল অবরোধের ধাক্কায় ডিভিশনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে মোট ২৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ২১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা এবং যাত্রী পরিবহণে ক্ষতি হয়েছে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। যাঁরা এই রেল অবরোধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে রেলের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া স্টেশনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম শারদ কুমার শ্রীবাস্তব। গত ৮ জানুয়ারি পুরুলিয়া জেলার আদ্রা ডিভিশনের তিনটি স্টেশন কাঁটাডি, মধুকুণ্ডা ও ইন্দ্রবিল স্টেশনে এক সঙ্গে রেল অবরোধ করে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি এবং আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান নামে আদিবাসীদের দুটি সংগঠন। যার জেরে তিনটি শাখায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে রেল যোগাযোগ। চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হন যাত্রীরা। বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় রেল। এদিন সাংবাদিকদের কাছে আদ্রার ডিআরএম বলেন, পুরুলিয়া জেলার কাঁটাডি, মধুকুণ্ডা এবং ইন্দ্রবিল এই তিনটি স্টেশনে সেদিন সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে যায় অবরোধ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার উপর থাকা এই তিন স্টেশনে একসঙ্গে অবরোধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় রেল পরিষেবা। অবরোধের জেরে দশটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। রাজধানী এক্সপ্রেস সহ চারটি ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে হয়। বাতিল করা হয় ১২টি ট্রেন। ৫টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করতে হয়। এজন্য চরম সমস্যায় পড়েন রেলযাত্রীরা। সব বুঝেও রেলের পক্ষে কিছু করার ছিলনা বলে জানান ডিআরএম। যাঁরা এই কাজ করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে আদ্রার অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার ইউবি বিশোয়াল বলেন, ২০০৩ সালের রেলওয়ে আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে। এঁরা হলেন কাঁটাডিতে অবরোধে থাকা ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির জেলা সচিব সনৎ কুমার বেসরা ছাড়াও ধনঞ্জয় মাঝি, অনিলচন্দ্র মাঝি এবং গুরুচরণ টুডু। ইন্দ্রবিল স্টেশনে যাঁরা রেল রোকোতে নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে অভিযোগ করা হয়েছে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য বৈদ্যনাথ হাঁসদা, রামচন্দ্র বেশরা, আধার সোরেন, সকুলদেব হেমব্রমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার আরও জানান, যাঁরা সেদিন ট্রেন চলাচলে বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করার কাজ চলছে। সেদিন ক্যামেরা নিয়ে সবার ছবি তোলা হয়েছে। তার সূত্র ধরেই নাম, ঠিকানা বার করে আরপিএফ আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

পুরোনো সৌন্দর্য ফিরে পাওয়ার পথে দামোদর শিল্ল্যা পার্ক

শ্যামল রায়, পূর্ব বর্ধমান ঃ গলসি ১ নং ব্লকের শিল্ল্যা দামোদর নদের উপর অবস্থিত একটি পার্ক। যেটি এলাকায় শিল্ল্যা পার্ক নামে পূর্বে অনেক সুনাম অর্জন করেছিল। পূর্বে এখানে ঘটা করে এলাকার মানুষ বেড়াতে আসত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন নজর না থাকায় সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে দামোদর পার্ক। এক সময় ওই পার্ক এলাকার একটি নাম করা পিকনিক স্পট ছিল। বহু দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসত ওই পার্কে ঘুরতে বা পিকনিক করতে। বর্তমানে ওই পার্ক এখন জনশূন্য। এখন গরু-ছাগল চড়ছে পার্কে, নেই কোন মানুষের দেখা। মানুষ যেমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওই পার্ক থেকে। এখন ওখানে পরে রয়েছে শুধু বসার কটি জায়গা ও একটি পাথরের খোদাই করা কুমির। আগে এখানে দোলনা ছিল, সেগুলিও চুরি হয়ে গেছে। এলাকার ছেলেরা এসে সকাল সাঝে একটু বসে আড্ডা দেয় বসার বেঞ্চে। ওই পার্কটি পুনরায় যাতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তার জন্য এলাকার মানুষের অনেক দিনের দাবি ছিল। সেই দাবি মোতাবেক পঞ্চায়েত থেকে বরাদ্দ হয়েছে অর্থ। এন আর জি এস প্রকল্পের মাধ্যমে ওখানে সৌন্দার্যায়নের কাজ শুরু এবং ভাঁঙা পাঁচিলও সারাই হবে হবে বলে জানা গেছে। হয়তো এবার পূরণ হতে পারে এলাকারা মানুষের দাবি। আবার ওই পার্ক সেজে উঠবে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। এলাকার মানুষের দাবি, ওই পার্কে পশু ও পাখি রাখা হোক। যাতে মানুষের আকর্ষণ বাড়ে। তাছাড়া টিকিটের বন্দোবস্ত করে পার্কটির আরও উন্নয়ন করা হোক এমনই দাবি রাখলো এলাকাবাসীরা। পাশাপাশি গত ২ জানুয়ারি মাটি উৎসব উদ্বোধন করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একটি চিঠি প্রদান করেন দামোদর পার্ক বিষয়ে এবং সেদিনই পার্কটি নবরূপে রূপায়িত হবে সে কথাও জানিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মাটি উৎসব মঞ্চ থেকে।

শ্রীরামপুরে আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি উৎসব শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ১৮তম লোকসংস্কৃতি উৎসব, কৃষি ও হস্তশিল্প মেলা, আদিবাসী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়ে গেল। এই মেলার উদ্বোধন করলেন ইন্দ্রনীল সেন। এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিদ্যানগর থেকে হেমাতপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম অভিনেত্রী নুসরত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু সহ জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই মেলার অন্যতম কর্ণধার, মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মিঠুন ঘোষ সহ অনেকে। মেলার অন্যতম উপদেষ্টা এবং রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদিন জানিয়ে দিলেন, মেলা চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় নেপাল, ভুটান, সিকিম রাজ্যসহ বাংলাদেশ থেকেও বহু স্বনামধন্য শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। মেলা প্রাঙ্গণে শতাধিক স্টল অংশগ্রহণ করেছে এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের স্টলও থাকবে বলে তিনি জানান। স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ও কৃষি জাত দ্রব্য এবং মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে কৃষকদের বিভিন্ন সরঞ্জাম দেখতে পাবেন উপস্থিত দর্শকরা। মেলায় থাকবে মনীষিদের ছবির প্রদর্শনীও। প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর থাকবে আলোচনা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরবার জন্যই এই ধরণের উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। বাউল, লোকসংগীত, ভ্যারাইটিস ধরণের গান পরিবেশন হবে। এছাড়াও এই মেলা প্রাঙ্গণে সারা বাংলা গ্রামীণ কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন দেবাশীষ নাগ, অশোক বিশ্বাস, শ্যামল রায় ও অসিত হাজরা। স্বপনবাবু জানিয়েছেন, সারা বাংলা থেকে যাতে স্বনামধন্য কবিদের সাথে গ্রামীণ কবিরাও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন তার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। মেলা প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয় বলে জানা গেছে।

নাদনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, নজরদারি করার জন্য সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি থাকবেন মহিলা পুলিশ ও সিভিক পুলিশ। এছাড়াও পুলিশ বিভাগের উর্দ্ধতন আধিকারিকরা থাকবেন। সাত দিনের মেলা ঘিরে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের এক ঝাঁক মন্ত্রী থেকে শুরু করে উর্দ্ধতন পুলিশ আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

বিবেক চেতনা উৎসব পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শুক্রবার বিষ্ণুপুর মহকুমা জুড়ে বিবেক চেতনা উৎসব পালিত হয়েছে। এদিন মহকুমার দু'টি পুরসভা ও ৬টি ব্লক এলাকায় উৎসব পালিত হয়েছে। জয়রামবাটিতে এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। সরকারি ছুটি থাকায় বহু পর্যটক এদিন জয়রামবাটিতে আসেন। ওই উপলক্ষ্যে এদিন বিষ্ণুপুর পুরসভায় বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্য দান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সোনামুখী পুরসভার আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়। এদিন বিষ্ণুপুরের বগডহরা হাই মাদ্রাসায় বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা সভা হয়। জয়পুরে এদিন র‍্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, জয়পুরের বিডিও ধ্রুবপদ সাণ্ডিল্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নবকুমার রুইদাস প্রমুখ। অন্যদিকে কোতুলপুর, ইন্দাস ও পাত্রসায়র এলাকাতেও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে।

বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো নিয়ে সরব অভিভাবকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন অভিভাবকেরা। জেলার ১২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়ি দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না হওয়ায় অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। এই জরাজীর্ণ বাড়িগুলি দ্রুত মেরামত না করলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারে শিক্ষার্থীরা। এমনটাই আশা করছেন অভিভাবকেরা। অন্যদিকে জেলার ৩৬৪টি বিদ্যালয় ঘিরে পাঁচিল নেই। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের গা ঘেঁসে রয়েছে রাস্তা বা জলাশয়। এতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়ছে শিশু পড়ুয়ারা। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সম্প্রতি জেলার ২২টি ব্লকের ৪৫টি সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সমীক্ষাতেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই অবস্থার চিত্র ধরা পড়েছে। তবে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত পরিদর্শন হয় না বলেও অভিযোগ উঠেছে। শালবনীর বাসিন্দা তপন আঠা ও সত্যেন তন্তুবায় প্রমুখ অভিভাবকদের অভিযোগ, জেলার প্রতিটি সার্কেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য একজন করে অবর পরিদর্শক (এসআই) থাকার কথা। বর্তমানে ৫টি এসআই পদ খালি রয়েছে। পাশের সার্কেলের এস আই দায়িত্বে রয়েছেন। এতে দুটি সার্কেলেই পরিদর্শন ঠিক মতো হচ্ছে না। এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি সার্কেল। জেলাস্তরে ৭ জন সহকারি পরিদর্শক (এ এস আই) রয়েছেন। পরিদর্শনের জন্য গাড়িও নেই। তবে একটি জিপগাড়ি ছিল তার চালক কয়েক বছর আগে মারা যাওয়ায় সেটিও পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের বক্তব্য, বিদ্যালয় পরিদর্শন নিয়মিত হওয়া দরকার। এতে একদিকে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ভাল থাকে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা উৎসাহিত হয়, তেমনই বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিভাগের উর্দ্ধতন আধিকারিকদের নজরে থাকে।

পুরুলিয়ার সিধো কান্‌হো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এবার নেট পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করে নজির সৃষ্টি করল পুরুলিয়া সিধো কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসি পরিচালিত নেট বা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট নেওয়া হয়েছিল ২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর মাসে। সম্প্রতি সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আবার এই পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একসঙ্গে ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী সাফল্য পেয়েছে। নামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই সাফল্য যেখানে থাকে ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে, সেখানে পুরুলিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়টির এবছরের সাফল্য ১০.২ শতাংশ। নজিরবিহীন এই সাফল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক সহ অশিক্ষককর্মীরা উচ্ছ্বসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ আর্টস সোনালী মুখোপাধ্যায় জানান, সফল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবারের মোট পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১০ জন, বাংলায় ৪, সংস্কৃতে ৪, ইতিহাসে ২, অর্থনীতিতে ১, সমাজ বিজ্ঞানে ১, নৃতত্ত্ব বিভাগে ১, শিক্ষায় ১০, ভূগোলে ১১ এবং সাঁওতালীতে ১১ জন সফল হয়েছে। এই সাফল্য আগামী দিনে আরও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি জানান, যারা সফল হয়েছে তারা জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে গবেষণা করতে পারবে অথবা অধ্যাপনাও করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দীপকরঞ্জন মণ্ডল জানিয়েছেন, এবছর থেকেই এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো হবে মনোস্বত্ব। এছাড়াও ইউমেন স্টাডিজ ও সাউথ এশিয়ান স্টাডিজও চালু হতে চলেছে এখানে। উপাচার্য আরও বলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও একটি বড় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পিএসসি এবং ইউপিএসসি-তে এই জেলার সাফল্য এখনও যথেষ্ট কম। একথা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে বিসিএস এবং আইএএস পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মোরগ পরিচর্যাই নেশা এবং পেশা চিত্তরঞ্জন ও অশ্বিনীর

বিকাশ সুপকার, পুরুলিয়া ঃ আসছে মকর সংক্রান্তি। পুরুলিয়ার ভাষায় মকর পরব। জেলার অন্যতম বড় লোকসংস্কৃতি এই মকর পরব জেলার বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বড় অংশের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এদের কাছে দুর্গাপুজার চেয়েও মকর পরবের কদর বেশি। আম বাঙালির ঘরের ঘরে দুর্গাপুজোয় যেমন নব বস্ত্রের চাহিদা থাকে তেমনই এদের কাছে নতুন জামা-কাপড় ছাড়া মকর সংক্রান্তির উৎসব মানায় না। নতুন পোশাক পিঠে-পুলি, টুসু গান আর মোরগ লড়াই ও মোরগের মাংস ভোজন পর্ব যেন মকর পরবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। মকর পরবের রেশ প্রায় এক সপ্তাহ সময়কাল ধরে জেলার গ্রাম-গঞ্জে চলতে থাকে মোরগ লড়াই ও প্রতিযোগিতার আসর। জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোরগের এমন কিছু রসিক মানুষ আছেন যাঁরা বছরভর তাঁদের মোরগের পরিচর্যা করে আদরের মোরগকে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলেন। যার মূল লক্ষ্যটাই হল মকর সংক্রান্তির মেলায় লড়াইয়ে আসরের জয়লাভ করা। জিতলে সাধারণ আসরে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে জয়ী হলেই প্রতিবার পরাজিত ব্যক্তির মোরগটি পাবেন বিজেতা। আর প্রতিযোগিতার আসরে জিতলে মোটা ইমাম। মোরগের তেমনই এক রসিক হলেন জেলার আড়শা ব্লকের তুমবা ঝালদা গ্রামের বছর পঞ্চান্নর চিত্তরঞ্জন মাহাতো। তিনি নিজে যেমন আশেপাশের গ্রামগঞ্জে গিয়ে নিজের পোষ্য মোরগ লড়াইয়ের আসরে নামিয়ে পুরস্কার ঘরে নিয়ে আসেন, তেমনি বিক্রির জন্য সারা বছর বহু মোরগকে প্রতিপালন করে বড়ো করে ভালো রকম অর্থ উপার্জন করেন। চিত্তরঞ্জনবাবু জানালেন, এবছর তিনি ৭০টি মতো মোরগ রেখেছেন বিক্রির জন্য। এগুলি হলো অন্ধ্র প্রজাতির সংকর জাতের মোরগ। এক একটির ওজন প্রায় ৫-৭ কেজি। এবছর প্রতিটির তিনি দাম রেখেছেন কমবেশি ৬ হাজার টাকা। আর তিনি নিজে যে মোরগটি আসরে লড়াইয়ের জন্য শুশ্রুষা করে বড় করে করে তুলেছেন তার দাম হাজার দশেক টাকা তো হবেই। তিনি বলেন, সারা বছর ধরে প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই মোরগগুলিকে বুকে আগলে রাখার মতো সযত্নে লালন-পালন করে তিল তিল করে বড়ো করে তোলেন। দিনের অনেকটা সময় তাদের দেখভাল করতেই কেটে যায়। আরেক মোরক রসিক হলেন পাশের বামুনডিহা গ্রামের অশ্বিনী কুমার মাহাতো। তিনি এবছর মাত্র ৫০টি মোরগ বিক্রির জন্য বাড়িতে রেখেছেন। তিনি জানান, লম্বা পাওয়ালা বিরল প্রজাতির এই মোরগগুলির এবার তিনি প্রতিটি ১০-১২ হাজার টাকায় বিক্রি করছেন। সারা বছর নিজেও দু-একটি মোরগ যত্ন সহকারে বড়ো করে প্রতিযোগিতার আসরে অংশ নেন। একবার তাঁর একটি বড়োসড়ো মোরগ হারিয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি পুরস্কার রেখে বলেছিলেন, যদি হারিয়ে যাওয়া মোরগের কেউ সন্ধান দিতে পারে তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ